

চরিত্র ও প্রাক পরিচয় প্রতিবেদন ছক

একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা দরখাস্তকারীকে দফা-ওয়ারী সঠিক উত্তর লিপিবদ্ধ করিবার জন্য যথাযথভাবে প্রশ্ন করিবেন, কারণ কোন কি বাদ পড়িলে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা থাকিতে পারে ও পরিচিতির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতে পারে।

প্রার্থীকে যে পদে নিয়োগ করা হইয়াছে উহার নাম :-	
১। পুরা নাম (ডাক নাম থাকিলে উল্লেখ করিতে হইবে) ও জাতীয়তা	
২। পিতার নাম, চাকুরীতে থাকিলে পদের নাম ও জাতীয়তা :-	
৩। বাড়ীর পূর্ণ ঠিকানা	গ্রাম- : ডাকঘর : উপজেলা: জেলা- :
৪। বর্তমান আবাসিক ঠিকানা :	
৫। বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরে প্রার্থী যে সমস্ত স্থানে ৬(ছয়) মাসের অধিক কাল অবস্থান করিয়াছেন উহার ঠিকানা	
বিগত ৫(পাঁচ) বৎসরে প্রার্থী যে সমস্ত স্থানে ৬(ছয়) মাসের অধিক কাল অবস্থান করিয়াছেন উহার ঠিকানা	
ঠিকানা	অবস্থানের মেসাদ
হইতে	পর্যন্ত
১।	
২।	
৩।	
৬। জন্ম তারিখ (প্রার্থী ম্যাট্রিক/মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করিয়া থাকিলে তাহার সার্টিফিকেট বয়স উল্লেখ করিতে হইবে)।	
৭। প্রার্থীর জন্ম স্থান (গ্রাম, ডাকঘর, উপজেলা/জেলা ইত্যাদির উল্লেখ করিতে হইবে)	
৮। শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ :- (প্রার্থী ১৫ বৎসর বয়স হইতে যে সমস্ত বিদ্যালয় ও মহা-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন উহার স্থান ও সময় উল্লেখ করিতে হইবে)	

বিদ্যালয়, মহা-বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় এর নাম ইত্যাদি	প্রবেশের তারিখ	পরিত্যাগের তারিখ	প্রাপ্ত সনদপত্রের নাম, বিভাগ/শ্রেণী ইত্যাদি
.....
.....
.....
.....
.....

৯। প্রার্থী পূর্বে যে অফিস বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিয়াছেন তাহার ঠিকানা সহ পূর্ণ বিবরণ এবং পরিত্যাগের কারণ :

অফিস/ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম	কার্যকাল/মেয়াদ		পরিত্যাগের কারণ
	হইতে	পর্যন্ত	
.....
.....
.....
.....

১- প্রার্থী পূর্বে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অধীনে চাকুরী করিয়া থাকিলে খালাসী বহিতে লিপিবদ্ধকৃত চাকুরীর মেয়াদ, দায়িত্বের প্রকৃতি, চরিত্র ও আচার ব্যবহার সম্পর্কিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করিতে হইবে।

২- প্রার্থী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে কাজ করিয়া থাকিলে এই মর্মে প্রধান সেনাপতি বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক প্রদত্ত সাটিফিকেট সংযুক্ত করিতে হইবে।

টীকা :- উপরোল্লিখিত সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্কন কর্মচারী কর্তৃক দাখিলকৃত/খালাসি বহি অথবা ভূতপূর্ব মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক দাখিলকৃত সনদপত্র এর যথার্থতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

১০। ফৌজদারী, রাজনৈতিক বা অন্য কোন মামলায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত, দণ্ডিত, নজরবন্দী বা বহিস্কৃত হইয়া থাকিলে তারিখসহ পূর্ণ বিবরণ দিতে হইবে

১১। নিকট আত্মীয় স্বজনের কেহ অর্থাৎ ভাই, ভগ্নি, আপন চাচা এবং শশুর পক্ষের নিকট আত্মীয় বাংলাদেশ সরকারের অধীনে চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিলে তাহার নাম, পদের নাম ও কর্মস্থল উল্লেখ পূর্বক পূর্ণ বিবরণ :

আত্মীয় স্বজনের নাম	পদবী	কর্মস্থল
.....
.....
.....

১২। প্রার্থী যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বশেষ অধ্যয়ন করিয়াছেন উহার প্রধানের নিকট হইতে একটি চরিত্রগত সনদপত্র এই সংগে সংযুক্ত করিতে হইবে।

১৩। প্রার্থীর সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ নহেন কিন্তু তাহার চরিত্র ও প্রাক পরিচয় সম্পর্কে প্রত্যয়ন করিতে পারেন এমন দুই ব্যক্তির পূর্ণ ঠিকানা সহ নাম (সংসদ সদস্য/প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা/ বিশ্ববিদ্যালয় এর অধ্যাপক/রিডার/উর্দ্ধতন প্রভাষক ও বেসরকারী মহা-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ)

নাম	পদবী
(ক)
(খ)

১৪। বিবাহিত বা অবিবাহিত (বিবাহিত হইলে কিংবা বিবাহের প্রস্তাব থাকিলে যাহাকে বিবাহ করা হইয়াছে বা যাহার সহিত বিবাহের প্রস্তাব রহিয়াছে তাহার জাতীয়তা উল্লেখ করিতে হইবে।

আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত বিবরণ সমূহ আমার জানামতে সঠিক।

প্রার্থীর স্বাক্ষর অথবা অশিক্ষিত হইলে

বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির টীপসহ

প্রেরণকারী কর্তৃক স্বাক্ষর এবং পদবী

(প্রবা ঠিকানা সহ কার্যালয়ের নাম ও তারিখ)।

২য় অংশ-(পুলিশ তত্ত্বাবধায়ক, জেলা বিশেষ শাখা/উপ-মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বিশেষ শাখা, বাংলাদেশ কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)।

উপর্যুক্ত

নিম্নোক্ত কারণে অনপযুক্ত

স্থান

তারিখ

পুলিশ তত্ত্বাবধায়ক, জেলা বিশেষ শাখা/
উপ-মহা-পুলিশ পরিদর্শক
বিশেষ শাখা, বাংলাদেশ

টীকা : - প্রত্যয়নে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোন কিছু না পাওয়া গেলে পুলিশ তত্ত্বাবধায়ক/জেলা বিশেষ শাখা/উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক, বিশেষ শাখা, বাংলাদেশ এর মতামত সহ এই ফরমটি প্রেরণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সরাসরি ফেরৎ পাঠাইবেন। কিন্তু যদি সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোন তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে তবে এই ফরমটি মতামত সহ পুলিশ তত্ত্বাবধায়ক জেলা বিশেষ শাখা কর্তৃক উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক, বিশেষ শাখা, বাংলাদেশ এর মাধ্যমে প্রেরণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরৎ পাঠাইতে হইবে।

প্রতিস্বাক্ষরিত

উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক

বিশেষ শাখা, বাংলাদেশ, ঢাকা